ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মাদক ও অস্ত্রের বাজার!

সাপ্তাহিক ২০০০ প্রতিবেদন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চলছে অবৈধ অস্ত্র ও মাদকের জমজমাট ব্যবসা। নিরাপদ রুট হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর দিয়ে পাচারের সময় কিছু অস্ত্র ও মাদক বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বিকিকিনি হয়। ক্ষমতাসীন ছাত্র সংগঠনের ছত্রছায়ায় কয়েকটি চক্র নীরবে ক্যাম্পাসে এসব অবৈধ ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর তৎপরতার কারণে কয়েকটি চক্র অস্ত্র বেচাকেনার 'রুট' ও লুকিয়ে রাখার 'সেফ জোন' হিসেবে ব্যবহার করছে ক্যাম্পাসকে। রাজধানীর বিভিন্ন অপরাধচক্রের সঙ্গে এসব চক্রের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। আর এসব চক্রের সদস্যরা ক্যাম্পাসে ছিনতাই, অপহরণসহ নানা রকম অপরাধের সঙ্গে জড়িত।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস সংলগ্ন এলাকায় সন্ধ্যার পর থেকে শুরু করে ভোর রাত পর্যন্ত মাদক সেবন চললেও পুলিশ এবং কর্তৃপক্ষ বরাবরই এ ব্যাপারে উদাসীন। এদিকে শখের বশে কিংবা কৌতূহলে মাদক গ্রহণ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক মেধাবী শিক্ষার্থী পরিণত হচ্ছে পেশাদার অপরাধীতে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পাবলিক লাইব্রেরি, চারুকলা, পলাশী, সোহরাওয়ার্দী উদ্যান, জিমনেসিয়াম এলাকা, চানখাঁরপুল, কাঁটাবন এবং ঢাকা মেডিকেল কলেজের সামনে মূলত এসব মাদক কেনাবেচা হয়। বেশ কয়েকটি সিন্ডিকেট বিশ্ববিদ্যালয় হলে থেকে বহিরাগতদের নিয়ে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। ক্ষমতাসীন ছাত্র সংগঠনের ছত্রছায়ায় থেকে এসব মাদক ব্যবসায়ী বিশাল নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছে। এদের মধ্যে অনেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। এরা বহিরাগতদের নিয়ে হলে এসব অবৈধ কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, ক্যাম্পাসের মাদকসেবীরা মূলত এসব 'ছাত্র মাদক ব্যবসায়ীদের' কাছ থেকে মাদক সংগ্রহ করে থাকে। নিয়মিত মাদকসেবীরা মূলত হেরোইন, ফেন্সিডিল ও বিভিন্ন নামে নানা রকম সেডিটিভ ওষুধ গ্রহণ করে থাকে। এসব মাদকসেবীর বেশির ভাগই ছাত্ররাজনীতির সঙ্গে জড়িত। তবে অরাজনৈতিক অনেক ছাত্রই শখের বসে অনিয়মিত গাঁজা ও মদ্যপান করে থাকে। সম্প্রতি ইয়াবা নামে একটি দামী যৌন উত্তেজক নেশাজাতীয় ট্যাবলেটও ক্যাম্পাসে দেদারসে বিক্রি হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালেয়ের এসব মাদকাসক্ত ছিনতাইসহ নানা অপরাধে জড়িয়ে পড়ছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলায় সন্ধ্যার পরপরই বসে জমজমাট গাঁজার আসর। সন্ধ্যার পর ইনস্টিটিউটের মূল দরজা বন্ধ হয়ে গেলেও মাঝে মাঝেই রাতের বেলায় গাড়ি নিয়ে ভেতরে প্রবেশ করে মাদকসেবীরা। উল্লেখ্য, কয়েক দিন আগে চারুকলার কয়েক লাখ টাকা মূল্যের ১৬টি মূলব্যান ভাস্কর্য চুরি হয়ে যায়। চারুকলায় গাঁজা ছাড়াও নেশার বস্তু হিসেবে ফেন্সিডিল এবং দেশী-বিদেশী বিভিন্ন প্রকার মদও ব্যবহৃত হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সোহরাওয়ার্দী উদ্যান এলাকায়ও একইভাবে চলে মাদকের রমরমা ব্যবসা। এখানে একই সঙ্গে অসামাজিক বিভিন্ন কার্যকলাপও চলে। রিকশাওয়ালা থেকে শুরু করে বিভিন্ন শ্রেণীর লোকজন এখানে নেশা করে।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ এবং এর আশপাশজুড়ে মাদকের ব্যবসা চলে অনেকটা প্রকাশ্যেই। মেডিকেলের জিমনেসিয়াম সংলগ্ন ফুটপাতে সারা দিন পুলিশের সামনেই মাদক গ্রহণ করে টোকাইরা। এখানে মাদকের উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয় বিভিন্ন ধরনের পেথিড্রিন, মরফিনের মতো সেডিটিভ ইনজেকশন। সন্ধ্যার পর এ এলাকা দিয়ে চলাফেরাও বিপজ্জনক। মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল সংলগ্ন বিভিন্ন ফার্মেসিতে নেশার উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত প্যাথিড্রিন, মরফিনের মতো জীবন রক্ষাকারী ওষুধগুলো কোনও প্রকার প্রেসক্রিপশন ছাড়াই বিক্রি হয়।

একইভাবে চানখাঁরপুল, পলাশী, শহীদ মিনার এসব এলাকায়ও রয়েছে মাদকের বাজার। বিশ্ববিদ্যালয়ের কাঁটাবন এলাকায় অবাধেই বিক্রি হয় গাঁজা, ফেন্সিডিল, হেরোইন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ছাড়াও বুয়েট, ঢাকা মেডিকেল কলেজ, বিভিন্ন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এবং রাজধানীর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনেক শিক্ষার্থীই মাদক সেবনের জন্য নিয়মিত ক্যাম্পাসে আসে। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশে কোনো বাধা-নিষেধ না থাকায় বহিরাগতরা অবাধে প্রবেশ করছে ক্যাম্পাসে। বহিরাগতদের অনেকেই ক্যাম্পাসের নিয়মিত মাদকসেবী।

শহীদুল্লাহ হল ছাত্রদলের সভাপতি মামুনও ক্যাম্পাসে অপরাধ সিন্ডিকেট গড়ে তুলেছে। সে হলে অস্ত্র ব্যবসা করে বলে অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া মামুন মালবাহী ট্রাক আটকে চাঁদাবাজি করে বলে অভিযোগ রয়েছে

ক্যাম্পাসের মাদক ও অস্ত্র সিন্ডিকেট

এসব চক্র মূলত হেরোইন, ফেন্সিডিল ও ইয়াবা নামে নেশাজাতীয় দামি ট্যাবলেট ক্যাম্পাসে বিক্রি করে। কেউ কেউ আবার ক্যাম্পাসে সুন্দরী মেয়েদের

দিয়ে কৌশলে ব্ল্যাকমেইলিং এ ব্যবসা খুলে বসেছে। এদের অনেকেরই ছাত্রদলে কোনো পদ না থাকা সত্ত্বেও তাদের দাপটে নেতা-কর্মীরা অসহায়। সূত্রগুলো বলছে এরা আসলে যখন যে সরকার ক্ষমতায় তাকে

গত ৬ অক্টোবর যশোর থেকে ফেন্সিডিল নিয়ে আসার সময় পুলিশের হাতে ধরা পড়ে জিয়া হল ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক বেলাল হোসেন। পরে অবশ্য কেউ জানার আগেই সবকিছু 'ম্যানেজ' করে ফেলে সে

তখন সে ছাত্র সংগঠনের ছত্রছায়ায় এসব অবৈধ ব্যবসা পরিচালনা করে। সংগঠনের গুটি কয়েক নেতা এদের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের 'পারসেন্টেজ' পেয়ে থাকে বলে সূত্র জানিয়েছে। এই নেতাদের দাপটে এরা হয়ে ওঠে অদম্য। বিভিন্ন সিন্ডিকেট থেকে অস্ত্র ও মাদক এনে এরা হলে রাখে। পরে সময়-সুযোগ বুঝে এগুলো বাইরে পাচার করা হয়। এর মধ্য থেকে কিছু অস্ত্র ও মাদক বিকিকিনি হয় ক্যাম্পাসের ভেতরেই। সূত্রগুলো বলছে, আব্দুল মান্নান ফরহাদ, সুমন, শামীম, সোহাগ, সূর্যসেন হলের পাভেল, মুহসীন হলের পাভেল, জিয়া হল ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক বেলাল হোসেন ইমনসহ আরো কিছু বহিরাগত এর সঙ্গে জড়িত।

গত ৬ অক্টোবর যশোর থেকে ফেন্সিডিল নিয়ে আসার সময় পুলিশের হাতে ধরা পড়ে জিয়া হল ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক বেলাল হোসেন। পরে অবশ্য কেউ জানার আগেই সবকিছু 'ম্যানেজ' করে ফেলে সে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের পরিচিত মুখ ফরহাদ, আশরাফ বাবুরা ক্যাম্পাসে দীর্ঘদিন ধরে নীরবে ছিনতাই, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি করে আসছে। এ নিয়ে সংবাদ প্রকাশ করায় ফরহাদ একটি দৈনিকের এক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদককে সূর্যসেন হলে আটকে রেখে ব্যাপক মারধর করে। এ সিন্ডিকেটের অন্য সদস্যরা হলো জিয়া হলের সুমন, শামীম, সায়েম পারভেজসহ আরও কয়েকজন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে যতোগুলো বিজ্ঞাপনী বিলবোর্ড রয়েছে এ সিন্ডিকেটটি সবগুলো থেকে মোটা অঙ্কের টাকা নেয় বলে অভিযোগ রয়েছে। বিজ্ঞাপনী সংস্থা সূত্রে জানা গেছে, তারা প্রতিটি বিলবোর্ডের জন্য আকার ও স্থান ভিত্তিতে ২০ থেকে ৫০ হাজার টাকা নেয়। এছাড়া টিএসসি কেন্দ্রিক দোকানগুলো থেকে সিন্ডিকেটটি প্রতিদিন ৩০ টাকা হারে চাঁদা আদায় করে। সম্প্রতি টিএসসির পূর্বপাশে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান-সংলগ্ন ফুটপাতে সিন্ডিকেটটি বেশ কয়েকটি চটপটি ফুচকার দোকান বসিয়েছে। এগুলো থেকে তারা দৈনিক ভিত্তিতে চাঁদা আদায় করে থাকে বলে জানা গেছে। এসব দোকানে তারা অবৈধভাবে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থাও করে দিয়েছে। এছাড়া সিন্ডিকেটটি শাহবাগের ফুলের দোকান ও কার্জন হলের সামনের মৃৎশিল্পের দোকানগুলো থেকে নিয়মিত হারে মোটা অঙ্কের অর্থ আদায় করে। এ সিন্ডিকেট আইবিএ ভবনের ভেতরে মাদক কেনাবেচা ও নিয়মিত জুয়ার আসর বসিয়ে থাকে। সন্ধ্যার পর আইবিএ'র ভেতরে মূলত প্রতিষ্ঠিত মাদকসেবীরা মাদক গ্রহণ করতে আসে। এখানকার কিছু টোকাই উঁচুতলার এসব লোকের সেবার জন্য নিয়োজিত থাকে। মাদক গ্রহণের পর তাদের চা-আইসক্রিম কিনে এনে দেয় এই টোকাইরা। ফরহাদের মাদক সিন্ডিকেটের সঙ্গে আরও জড়িত রয়েছে বহিরাগত টোকাই কালাম, জাকির, শাকিল, ইসমাইল, আমিনুর, আলাউদ্দীন, জয়নাল প্রমুখ। এদের প্রায় সবাই লালবাগ এলাকার বাসিন্দা। কালাম টিএসসির পূর্বপাশে যাত্রী ছাউনি সংলগ্ন একটি চায়ের দোকান চালায়। রাতের বেলায় এ দোকানে সহজে ফেন্সিডিলসহ সব ধরনের নিষিদ্ধ মাদকদ্রব্য পাওয়া যায়। ফরহাদের ভয়ে এসব মাদক বিক্রেতা টোকাইদের কেউ কিছু বলে না।

সূত্র জানায়, কারওয়ান বাজারের হোটেল 'লা ভিঞ্চির' পার্শ্ববর্তী একটি মাদক সিন্ডিকেট থেকে ফরহাদ সরবরাহ পেয়ে থাকে। এখানে ফরহাদের সরবরাহকারীরা হলো আলম, আবলাম (বর্তমানে জেলে), পিন্টুসহ আরো কয়েকজন।

মুহসীন হলের ছাত্রদলের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত জনৈক পাভেল ওরফে গুড্ডু ক্যাম্পাসে অস্ত্র ও গুলি ব্যবসার সঙ্গে জড়িত। সে ছাত্রদলে কোনো পদপ্রাপ্ত না হলেও যথেষ্ট প্রভাবশালী বলে জানা গেছে। পাভেলের অস্ত্র ও গুলির সরবরাহ আসে নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারের শীর্ষ সন্ত্রাসী হাবিব ওরফে হাবু, মিঠু, সঞ্জয়, গাজীপুরের বড়বাড়ীর সর্দার মোবারক হোসেন ওরফে মোবা কাকার (বর্তমানে জেলে) কাছ থেকে। সে এসব অস্ত্র বিক্রি করে মালীবাগ চৌধুরীপাড়ায়, কাকরাইল, পল্টন, ধানমন্ডি ১৫ নম্বর ও মিরপুরের কাজীপাড়া এলাকায়। সূত্র জানায়, কয়েক মাস আগে পাভেল এলিফ্যান্ট রোডে চট্টগ্রামের জনৈক অস্ত্র ব্যবসায়ীর কাছ থেকে কৌশলে একটি 'অস্ট্রাকনস্ট্রাবল-৬৫' ছিনিয়ে নিয়ে আসে। সে কারণে ছাত্রদলের প্রভাবশালী এক নেতার সঙ্গে পাভেলের বিরোধ হয়। পাভেলের মামা জনৈক সাঈদ সোরাব এক শীর্ষ নেতার ঘনিষ্ঠজন হওয়ায় ছাত্রদলে তার যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে।

জিয়া হল ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক বেলাল ক্যাম্পাসে অস্ত্র ও মাদক ব্যবসার সঙ্গে জড়িত। বেলাল রাজধানীর সবুজবাগ ও গোপীবাগ এলাকার মাদক সিন্ডিকেটের সঙ্গে জড়িত। সম্প্রতি গত বুধবার (৬ অক্টোবর) বেলাল ফেন্সিডিলসহ যশোরে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। পরে ছাত্রদল নেতাদের তদবিরে ছাড়া পায়। বেলাল প্রতিদিনই একবার গোপীবাগের ফেন্সিডিল স্পটে যায় বলে অভিযোগ রয়েছে।

আরেক পরিচিত মাদক ব্যবসায়ী হলো আল আমিন খোকন ওরফে কোকেন। কোকেন ক্যাম্পাসে অস্ত্র, ফেন্সিডিল, ইয়াবা ট্যাবলেটের ব্যবসা করে বলে সূত্র জানা গেছে। সে ক্যাম্পাসে ছিনতাইয়ের সঙ্গেও জড়িত। ১৯৯৯ সালে কোকেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়। ভর্তি হওয়ার পর সে প্রথমে গ্রীনরোড এলাকায় থাকতো। তখন তার সঙ্গে শীর্ষ সন্ত্রাসী ওসমানের সহযোগী ফায়েজুল্লাহ ওরফে ফায়েজ, বিহারী

ঢাকা বিজনেস এন্ড প্রফেশনাল উইমেন্স ক্লাব

কেকা ফেরদৌসীর রান্নাঘরে

কম খরচে কম সময়ে
৫ দিনে ৬০ রান্না শিখুন
সকাল ১১টা থেকে বিকাল ৪টা
(শনিবার থেকে বৃহস্পতিবার)

১ নিউ বেইলি রোড, ঢাকা-১০০০। মোবাইল : ০১৭১-৬১০২৯৬, ০১৭১-১৭৭৭১২, ০১৭৫-১৫৪৮০৮, ০১১-৮০০৫৯১

মুন্নার পরিচয় হয়। কোকেন তখন এদের সঙ্গে মিলে ফেন্সিডিলের ব্যবসা করতো। পরে এদের অভ্যন্তরীণ কোন্দলে এক যুবদল নেতা খুন হয় বলে সূত্র জানিয়েছে। তৎকালীন পুলিশের এক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে ধরে কোকেন সে যাত্রায় রক্ষা পায় বলে জানা গেছে। এ ঘটনার পর ওসমান গা-ঢাকা দেয় আর কোকেন সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে এসে ওঠে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে কোকেন একটি মাদক সিন্ডিকেট গড়ে তোলে। এই সিন্ডিকেটের অন্য সহযোগীরা হলো বহিরাগত সোহাগ, মামুন (আসল নাম আরিফ, পিয়ারু হত্যা মামলার আসামি), জুয়েল (তানজিলের সাবেক সহযোগী-ঢাকা কলেজ, বর্তমানে কারাগারে), বুলবুল, মাসুম, পাভেল, সঞ্জয় (কল্যাণপুরের একটি হোটেলের ম্যানেজার), জুতা ব্যবসায়ী আমির, খোকন, রাসেলসহ আরো কয়েকজন। এই জুতা ব্যবসায়ীদের জুতার কার্টনের ভেতরে হেরোইন ও ইয়াবা ট্যাবলেট আসে বলে সূত্র জানিয়েছে। এ ছাড়াও এরা ক্যাম্পাসে ছিনতাই ও ব্ল্যাক মেইলিংয়ের মতো অপরাধ ঘটিয়ে থাকে বলে একাধিক সূত্রে জানা গেছে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে কোকেনের মাদক ব্যবসার চালান আসে বলে জানা গেছে। এ ব্যবসার সঙ্গে ক্যাম্পাসে কিছু টোকাই জড়িত। এদের মধ্যে মানিক ও সিদ্দিক অন্যতম। কোকেনের এ ব্যবসার সঙ্গে আরো জড়িত রয়েছে বাংলামোটরের জনৈক বাবু। বিভিন্ন সময় কোকেন নানা নিষিদ্ধ দ্রব্য এ বাবুর কাছে গচ্ছিত রাখে বলে সূত্র জানিয়েছে।

এ সিন্ডিকেটে কিছু সুন্দরী মেয়ে আছে। এসব মেয়ে ও টোকাইদের মাধ্যমে এরা ক্যাম্পাসের মধ্যে আইবিএ, সোহরাওয়ার্দী উদ্যান, টিএসসি, ক্যাম্পাস শ্যাডো, ফুলার রোড ও বিভিন্ন বেসকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে মাদক সরবরাহ করে। এই মেয়েদের দিয়ে বিভিন্ন সময়ে সিন্ডিকেটটি উঠতি ব্যবসায়ী ও ছাত্রদের ব্ল্যাকমেইলিংয়ের মাধ্যমে অর্থ আদায় করে। কোকেনের বান্ধবী মুন নামে জনৈক মহিলা এ সিন্ডিকেটের অন্যতম সদস্য বলে জানা গেছে। এ সিন্ডিকেটের ব্ল্যাকমেইলিংয়ের শিকার হয় ঢাকা কলেজের শাহীন নামের এক ছাত্র, ধানমন্ডির রুশোসহ

কয়েক দিন আগে চারুকলার কয়েক লাখ টাকা মূল্যের ১৬টি মূলব্যান ভাস্কর্য চুরি হয়ে যায়। চারুকলায় গাঁজা ছাড়াও নেশার বস্তু হিসেবে ফেন্সিডিল এবং দেশী-বিদেশী বিভিন্ন প্রকার মদও ব্যবহৃত হয়

আরও অনেকে। এ কোকেন সিন্ডিকেটকে নানাভাবে সহযোগিতা করে গাজীপুরের মোবা কাকা ও মাদক সম্রাটবলে খ্যাত ওবায়দুল (বর্তমানে দুজনই জেলে)।

কোকেন বিভিন্ন সময় ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় এক সহসভাপতির ছোট ভাই হিসেবে নিজেকে পরিচয় দিয়ে চাঁদাবাজি করে। কখনও সে ঊর্ধ্বতন এক পুলিশ কর্মকর্তার ভাগ্নে পরিচয় দিয়েও চাঁদাবাজি করে।

এফ রহমান হলের সভাপতি আমিন ও সাধারণ সম্পাদক এহতেশামেরও একটি অপরাধ সিন্ডিকেট রয়েছে। এরা নিজেরা মাদকসেবী ও খুচরা মাদক ব্যবসার সঙ্গে জড়িত বলে জানা গেছে। এদেরই এক ঘনিষ্ঠ সহযোগী ভুঁইয়া রিপন কিছুদিন আগে সচিবালয় থেকে একজনকে অপহরণ করতে গিয়ে গণপিটুনির শিকার হয়। এছাড়া কিছুদিন আগে এফ রহমান হলে গুলি ফোটার ঘটনায় দুজনকে বহিষ্কার করা হয়েছে। সূত্র জানায়, আমিন তার এক অস্ত্র ক্রেতাকে অস্ত্র দেখাতে গেলে সেখান থেকে অসাবধানতাবশত গুলি বেরিয়ে যায়।

শহীদুল্লাহ হল ছাত্রদলের সভাপতি মামুনও ক্যাম্পাসে অপরাধ সিন্ডিকেট গড়ে তুলেছে। সে হলে অস্ত্র ব্যবসা করে বলে অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া মামুন মালবাহী ট্রাক আটকে চাঁদাবাজি করে বলে অভিযোগ রয়েছে।

এছাড়া সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের সভাপতি দানেশ ও সাধারণ সম্পাদক সেতুর একটি অপরাধ সিন্ডিকেট রয়েছে। এ সিন্ডিকেট ক্যাম্পাসের চিহ্নিত ছিনতাইকারী-চাঁদাবাজদের আশ্রয়-প্রশ্রয় দিয়ে থাকে। এছাড়াও এদের কাছে বিভিন্ন সময় আশ্রয়-প্রশ্রয় পেয়েছে নামকরা 'জাতীয় সন্ত্রাসীরা'। কয়েক দিন আগে একটি পেট্রোলপাম্পে মোটরসাইকেলের জন্য ফাও পেট্রোল নিতে গিয়ে পাম্প কর্তৃপক্ষের কাছে আটক হয় দানেশ। পরে তার কাছের বড়ভাই ফরহাদসহ অন্যরা গিয়ে উল্টো পাম্পমালিকের কাছ থেকে নগদ টাকাসহ তাকে ছাড়িয়ে আনে। বরিশালের গৌরনদীর কয়েক শীর্ষ সন্ত্রাসী এ হলে অবস্থান করে অপহরণ বাণিজ্য করছিল বলে জানা গেছে। এ হলের সাংগঠনিক সম্পাদক হিমেল ক্যাম্পাসের সুপরিচিত ছিনতাইকারীদের মধ্যে একজন। বেশ কয়েকবার ছিনতাইয়ের অভিযোগে বিভিন্ন পত্রিকায় তার নাম প্রকাশিত হয়েছে।

সূত্র জানায়, গত বিসিএসে ফাঁসকৃত প্রশ্ন বিক্রি করে হিমেল ও তার বন্ধু সুর্যসেন হল ছাত্রদলের সাংগঠনিক সম্পাদক পাভেল কয়েকজনের কাছ থেকে লক্ষাধিক টাকা নেয়। পরে সে প্রশ্ন পরীক্ষায় না এলে প্রশ্ন ক্রেতাদের চাপে হিমেল ও পাভেল কিছুদিনের জন্য ক্যাম্পাস থেকে গা-ঢাকা দেয়।

প্রবাসীদের দৃষ্টি আকর্ষণ
যাকাতের শাড়ি, লুংগী কিনুন

যাকাতের একটি শাড়ি বা লুংগীর জন্য গরীব লোকেরা সারা বছর রোজার মাসের অপেক্ষায় থাকে। আপনি একটি পোশাক যাকাত দিয়ে তাদের মুখে হাসি ফোটাতে পারেন ও দেয়া পেতে পারেন। বাংলাদেশে গরীবদের মাজে যাকাত দেয়ার জন্য আমাদের শাড়ি, লুংগী, পাঞ্জাবী বা শিশুদের পোশাক কিনুন। আপনি চাইলে, আপনার নির্ধারিত ব্যক্তির কাছে পৌঁছে দেব অথবা আমরা নিজেরাও বিতরণ কর দিতে পারব।

দাম/মূল্য পরিশোধ/পদ্ধতি ইত্যাদি জানতে রমজানের মধ্যেই যোগাযোগ করুন। রাসেল ট্রেডার্স
মোবাইল : ৮৮-০১৯১৩৯২৩৫২, ই- মেইল : russel_1996@yahoo.com
ফ্যাক্স : ০০৮৮০২-৯০০৪১৩৬

তোমার কাছেই মিনতি
শুধু তোমার কাছেই
বন্ধ করো না সব কটা দরজা
ফিরে আসিবার দাও মোরে।
শুধু জেনো
সব তোমারই জন্য। -**OK2**